ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট:
পারিবারিক বিপর্যয়ের কারন ও প্রতিকার

Target
Zero Separation
&
Jannah together

ইঞ্জিঃ খন্দকার মারছুছ

Engr. Khandaker Marsus

Founder & Chairman, IOM
Founder & Managing Director,
Reliance High Tech Ltd.
Chairman, Reliance Technical Training Institute(RTTI)
BSc in EEE, RUET
MBA, India
Masters in IT.

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

- কোনো বিষয় মাসআলাগত পার্থক্য মনে হলে অবশ্য কোনো একজন আলেমের স্বরনাপন্য হতে হবে।

- অধিকাংশ আলোচনা বই ও অভিজ্ঞতা থেকে। সব বিষয় সবার জন্য একই নাও হতে পারে।

শরয়ী সম্পাদনা

মুফতী ইমদাদুল হক

মুফতী ইমদাদুল হক দাওরায়ে হাদীস ও তাখাস্সুস ফিল ফিকহ (ফিকহ অনার্স) সম্পন্ন করেন জামেয়া কাসিমূল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট থেকে। বর্তমানে তিনি মুহাদ্দিস ও মুফতী হিসেবে আছেন জ্বালালপুর ক্বাসিমূল উলূম মাদরাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ এবং ইমাম ও খতিব হিসেবে আছেন পীরগঞ্জ বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

এছাড়া তিনি ইসলামিক রিচার্স কাউন্সিল, বাংলাদেশ- এর পরিচালক।

এছাড়া জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ফিকহী ফেসবুক গ্রুপ দৈনন্দিন জিজ্ঞাসাঃ শরয়ী সমাধান- এর মুফতী ও এডমিন প্যানেলের সদস্য।

এছাড়া তিনি লেকচারার হিসেবে আছেন ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা, আইওএম-এ।

মুফতী যুবায়ের সাহেব

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

কয়েকটা প্রশ্ন

১.কে কে বিবাহিত??

২.কার কার বিবাহের বয়স ১-৩ মাস??

৩.কে কে খুব শিঘ্রহী বিবাহ করতে যাচ্ছেন??

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

কয়েকটা প্রশ্ন

অবিবাহিতদের মধ্যে

১.বোনদের মধ্যে কে কে আছেন অনার্স ২য় বা ৩য় বর্ষ??

২.ভাইদের মধ্যে কে কে গ্রাজুয়েশন শেষ করেছেন?? জব করছেন? এবং ওয়াইফকে নিয়ে ৩ বেলা খাবার ও একটা টিনশেড বাসা হলেও নিয়ে থাকতে পারবেন?

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সেশনঃ

- বিয়ে
- পরিবারের সমস্যা ও সমাধান
- পরিবারে শান্তির উপায়
- কম্বাইন্ড ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট
- জন্ম নিয়ন্ত্রন ও ইন্টারকোর্স
- বাচ্চা জন্ম NVD vs C-Section
- জন্মের পর ৬ টি কাজ
- বাচ্চাদের তরবিয়ত

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সেশন

সেশন-০১: বিয়ে
সেশন-০২: পরিবারের সমস্যা ও সমাধান
সেশন-০৩: পরিবারে শান্তির উপায়
সেশন-০৪: জন্ম নিয়ন্ত্রন
সেশন-০৫: ইন্টারকোর্স
সেশন-০৬: বাচ্চা জন্ম
সেশন-০৭: NVD vs C- Section
সেশন-০৮: জন্মের পর ৬ টি কাজ
সেশন-০৮: ইন্টারকোর্স বিষয়ক কিছু প্রশ্ন
সেশন-০৯: বাচ্চাদের তরবিয়ত

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সেশন-১: বিয়েঃ

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ে

১. বিয়ে আমার সুন্নত, যে আমার সুন্নত অনুযায়ী আমল করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো। কেননা আমি উম্মতের সংখ্যা নিয়ে হাশরের মাঠে গর্ব করব।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৮৪৬)

২. বিয়ের বন্ধন জান্নাতে বন্ধন: যেহেতুআদম ও হাওয়া আ: জান্নাত থেকে দেওয়া হয়

৩. নবীদের ৪ টা বৈশিষ্ট্য- ১. মিসওয়াক ২. আতর ৩. খতনা ৪. বিয়ে

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ের কিছু সুন্নত তরিকা

১. বিয়েতে যথাসম্ভব খরচকে সীমিত রাখা। যেই বিয়ে খরচ কম সেই বিযে সবচেয়ে উত্তম। অপচয়, অপব্যয়,বেপর্দা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি ও যৌতুক মুক্ত হবে।

২. দেনমোহর নগদ হওয়া চাই। দেনমোহর বেশি দেওয়ায় কখনই মেয়ের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নয়। ছেলের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকুনগদ দিতে পারে ততটুকুই দেনমোহর হওয়া চাই।

৩. পাত্রী দেখে নেওয়া মুস্তাহাব।কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘটা করে পাত্রী দেখানোর যে প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিততা সুন্নতের পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য।(বুখারী হাদিস নং-৫০৯০

৪. জুমুয়ার দিনে মসজিদে বিবাহসম্পাদন করা সুন্নত।উলেখ্য, সকল মাসের যে কোনদিন বিবাহ করা জায়েজ আছে।(মুসলিম ১৪২৩/

৫. বিবাহের পরে অলিমা করা সুন্নত। অলিমা ছেলেদের পক্ষ হতে হবে। মেয়েদের কোন খাওয়া দাওয়া নাই।

৬. সামর্থানুয়ী মোহর ধার্য করা। (আবুদাউদ/২১০৬)

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ের কিছু সুন্নত তরিকা

৭. প্রথম রাতে স্ত্রীর কপালের উপরের চুলে হাত দিয়ে এই দোয়া পড়া সুন্নত: “আলাহুম্মা ইন্নিআস আলুকা খায়রাহা ওয়া খাইরা মাজাবালতুহা আলাইহি ওয়াওযুবিকা মিন শার্রিহা মিন শার্রি মা জাবালতাহা আলাইহি”(আবুদাউদ/২১৬০)

৮. ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া হারাম।(আহসানুল ফাতাওয়া ৫/১৩)

৯. কনের ইযন এর জন্য স্বাক্ষীর কোন প্রয়োজন নাই।সুতরাং ছেলের পক্ষের লোক ইযন শুনতে যাওয়া অনর্থক এবং বেপর্দা। সুতরাং তা নিষেধ। মেয়ের কোন মাহরাম বিবাহের এবং উকীল হওয়ার অনুমতি নিবে।(মুসলিম/১৪২১)

১০. শর্ত আরোপ করে বর যাত্রীর নামে বরের সাথে অধিক সংখ্যাক লোকজন নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়ীতে মেহমান হয়ে কনের পিতার উপর বোঝা সৃষ্টি করা।আজকের সমাজের একটি জঘন্য কু-প্রথা, যা সম্পূর্ন রুপে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। (মুসনাদেআহমাদ/২০৭২২,বুখারী/-

২৬৯৭)

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ের মোহর

মোহরে ফাতেমী:

মোহরে ফাতেমী ১৩২ ভরি রুপার সমতুল্য বা তার সমমূল্য।
প্রতিভরি রুপার বর্তমান মূল্য ১৮০০ টাকা।

১৩২ * ১৮০০=২,৩৭,৬০০ টাকা।

** মোহরে ফাতেমী সুন্নত নয়। বরং কারও সামর্থ থাকলে অনুসরণ করতে পারে।

সর্বনিম্ন মোহর:

বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ১০ দিরহাম।

১০ দিরহাম রুপায় ১.০৩ ভরি রুপা হয়।

সেই হিসেবে ১.০৩* ১৮০০=১৮৫৪ টাকা । অনেকে এটাতে ৩০০০ টাকা বলে থাকেন।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ের নামে প্রচলিত বিদআত:

১. পাত্রী দেখা:

যিনি বিয়ে করবেন, তার সাথে অনেক পুরুষ লোক দেখতে যান যাদের সাথে দেখা করা জায়েজ নয়। ইসলামি শরীয়াহ এর নিয়ম হলো, যিনি বিয়ে করবেন শুধু তিনি এবং তার মা, বোন, শিশু অথবা পাত্রের যেকোনো মাহরাম মহিলারা পাত্রীকে দেখতে পারবে। পাত্র বাদে, অন্য কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ পাত্রীকে দেখতে পারবে না।

২. গায়ে হলুদ:

বিয়েশাদীতে গায়ে হলুদের নিয়ম বর্তমান সময়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করা হয়। গায়ে হলুদকে কেন্দ্র করে অনেক আয়োজন, অনুষ্ঠান, গান-বাজনা ও বেপর্দা মেলামেশা আমাদের সমাজে হয়। অথচ ইসলামি শরীয়তে গায়ে হলুদের কোনো নিয়ম নেই বরং এটা বিদআত। মূলত এটি একটি হিন্দুয়ানি রসম তথা সংস্কৃতি।

৩. অত্যধিক জৌলুস বা আড়ম্বর:

বিয়েশাদীতে বর্তমানে জাঁকজমক বা আড়ম্বর অনেক বেশি করা হয়। বেশি আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে ইসলাম সমর্থন করে না। অনাড়ম্বর বিয়েটাই বেশি বরকতপূর্ণ। কিন্তু আমাদের এই সমাজে মহা ধুমধাম এর সাথে বিবাহকার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। টাকা না থাকলেও ধার-কর্য করে, টাকা সুদের উপর ঋণ করে এনেও অনেকে বিয়ের জমকালো আয়োজন করেন। যেটা খুবই অপছন্দনীয় কাজ।

৪. বিয়েশাদীতে বেপর্দার সয়লাব:

শরীয়তের হুকুম অমান্য করে, জাহেলি কুপ্রথা চালুকরা হয়েছে বর্তমান সময়ের বিয়েতে। বেপর্দা নারী পুরুষের অবাধ বিচরণ হয়। যুবক-যুবতীগণ একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া; ঘটা করে পর-পুরুষের বউ দেখা। সেগুলো ভিডিও করে অন্য মানুষকে দেখানো। এসকল রীতিনীতি সবই গর্হিত কাজ, যা ইসলাম সমর্থন করে না।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ের নামে প্রচলিত বিদআত:

৫. যৌতুক নেয়া:

যৌতুক নেওয়া একটা জঘন্যতম কাজ। কিন্তুআজকাল বিয়েতে এসব বিষয় মানা হয় না। লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক ধার্য হচ্ছে বিয়েতে। বিভিন্ন আসবাবপত্রের জোর দাবি করা হচ্ছে। এভাবে মেয়ে পক্ষ থেকে জোর-জুলুম করে যৌতুক নেওয়া হয়। অথচ ইসলামি শরীয়তে যৌতুক বলে কিছু নেই। তবে বিয়েতে কনের বাবা বা আত্মীয়-স্বজনেরা বরকে বা কনেকে উপহার হিসেবে অনেক কিছুই দিতে পারবেন এবং বর-কনেও তা গ্রহণ করতে পারবে।

৬. বিয়েতে গান-বাজনা:

বিয়েশাদীর মতো পবিত্র অনুষ্ঠানে গান-বাজনার সয়লাব। বিভিন্ন ধরনের গান-বাজনার আসর বসে আজকালকার বিয়েতে। একটা পবিত্র মজলিসকে কলুষিত করা হচ্ছে। গান-বাজনা দ্বারা বিয়ের অনুষ্ঠান কখনোই ইসলামি শরীয়তে ছিল না। বরং এটা হারাম ও বিদআত।

৭. উকিল পিতা বানানো:

বিয়েতে উকিল বাপ, পিতা বর্তমান থাকার পরও অন্যকে বানানো হয় যা শরীয়তসম্মত নয়। শরীয়তের নিয়ম হলো, উকিল বাপ হবে মেয়ের বাবা নিজেই বা অভিভাবকদের মধ্যে থেকে কোনো মাহরাম ব্যক্তি যার সাথে দেখা দেওয়া জায়েজ আছে। ইসলামি বিয়েতে মেয়ের আইনগত অভিভাবকের অনুমতি অবশ্যই প্রয়োজন। যেসব মেয়ের বাবা বর্তমান আছেন তাদের বাবাই অভিভাবক, আরবীতে যাকে উকিল বলে। বাবার অবর্তমানে যিনি মেয়ের আইনগত অভিভাবক তিনি হলেন মেয়ের চাচা, মামা ইত্যাদি যিনি মেয়ের উকিলের দায়িত্বপালন করবেন। আইনগত অভিভাবক ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে উকিল বানানো যাবে না।

৮. খাদ্যের অপচয়:

কিছু মানুষ বিয়ের অনুষ্ঠানে খাদ্যের অপচয় ঘটায়। প্রচুর পরিমাণ খাবার নষ্ট হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর ঘোষণা, “নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।” (বনি ইসরাইল: আয়াত ২৭)

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ের নামে প্রচলিত বিদআত:

৯. ছেলের হাতে সোনার আংটি:
বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের হাতে সোনার আংটি না পরালে মানসম্মান থাকে না, অথচ পুরষদের জন্য সোনা ব্যবহার করা হারাম।
১০. মোহরানা: আমাদের দেশে স্বামী মোহরানা না দিয়ে বাসর রাত্রে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চায়। অথচ ইসলামি বিধানমতে, স্ত্রীরা মোহরানার হকদার যা
অবশ্যই প্রদান করতে হবে। আবার অন্যদিকে কনেপক্ষও ছেলের সামর্থ্যের বাহিরে মোহর নির্ধারণ করে যেটাও শরীয়তসম্মত নয়।
১১. বিয়ের গোসল: আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বরকে বিয়ের গোসল দেয় ভাবীরা, যা গুনাহের কাজ এবং নিষিদ্ধ।
১২. হাত ধোয়া: বিয়েতে গায়রে মাহরাম অথবা ছেলের শ্যালিকারা হাত ধুয়ে দেয় যা শরীয়তসম্মত নয়। শ্যালিকার সাথে দেখা দেওয়া, জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলা জায়েজ নেই।
১৩. নির্দিষ্ট দিন-তারিখ দেখে বিয়ে করা: চান্দ্রবর্ষের কোনো মাসে বা কোনো দিনে অথবা বর/কনের জন্ম তারিখে বা তাদের পূর্বপুরুষের মৃত্যুর তারিখে বিয়ে-শাদী হওয়া যাবে না। এরূপ চিন্তাভাবনা করা ইসলাম সমর্থন করে না।
১৪. হিন্দুয়ানী প্রথা: অনেক এলাকায় মুসলামানের বিয়েতে বাঁশের কুলায় চন্দন, মেহেদি, হলুদ, কিছুধান-দূর্বা ঘাস, কিছুকলা, সিঁদুর ও মাটির চাটি নেওয়া হয়। মাটির চাটিতে তেল নিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। স্ত্রী ও বরের কপালে তিনবার হলুদ লাগায় এমনকি মূর্তিপূজার ন্যায় কুলাতে রাখা আগুন জ্বালানো চাটি বর-কনের মুখের সামনে ধরা হয় ও আগুনের ধোঁয়া ও কুলা হেলিয়ে-দুলিয়ে বাতাস দেয়া হয়। এসব হিন্দুয়ানী প্রথা ও অনৈসলামিক কাজ। যা অনেক সময় শিরকের পর্যায়ে চলে যায়।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ের নামে প্রচলিত বিদআত:

১৫. কদমবুসি করা: বর ও কনের মুরব্বিদের কদমবুসি করা একটি মারাত্মক কুপ্রথা। বিয়েতে তো নয়ই এমনকি যে কোনো সময়, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা রাসূল صلى الله عليه وسلم ও তাঁর সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দ্বারা প্রমাণিত নয়। কদমবুসি করার সময় সালাতের রুকু-সিজদার মতো অবস্থা হয়। বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসেবে নিয়ে আসা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয়।

১৬. বরের হাতে মেহেদি পরা: পুরুষ সাজসজ্জার উদ্দেশে হাতে-পায়ে-নখে মেহেদি ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ মেহেদি এক ধরনের রং। আর শরীয়ত অনুযায়ী পুরুষের জন্য রং ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, পুরুষের সুগন্ধি এমন হবে, যার ঘ্রাণ প্রকাশ পায় এবং রং গোপন থাকে। আর নারীর সুগন্ধি এমন হবে, যার রং প্রকাশ পায় কিন্তু ঘ্রাণ গোপন থাকে। (সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং : ২৭৮৭)

১৭. এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান ও বিয়ের আগে পাত্রীকে মাহরাম ভাবা:

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সেশন-২: পরিবারের সমস্যা ও সমাধানঃ

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিবাহবিচ্ছেদ এখন এক মহামারির নাম:

গত বছর (২০২২ সালে) ঢাকাতে মোট বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল **১৩,২৮৮** টি।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন: **৫,৫৯০** টি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন: **৭,৬৯৮** টি

প্রতিদিন গড়ে ৩৭ টি বিবাহবিচ্ছেদ

প্রতি ৪০ মিনিটে ১ টি বিবাহবিচ্ছেদ

উল্লেখ্য: এই সংখ্যা শুধুমাত্র ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার জন্য।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিবাহিত দুইজন ব্যাক্তিকে মিলিয়ে দিলে আল্লাহ কেমন খুশি হন?

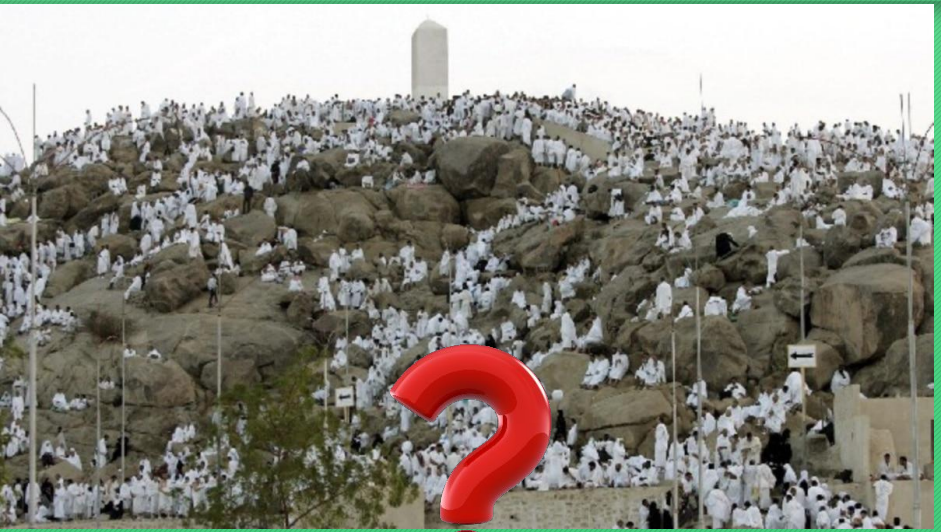

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিবাহিত দুইজন ব্যাক্তিকে মিলিয়ে দিলে আল্লাহ কেমন খুশি হন?

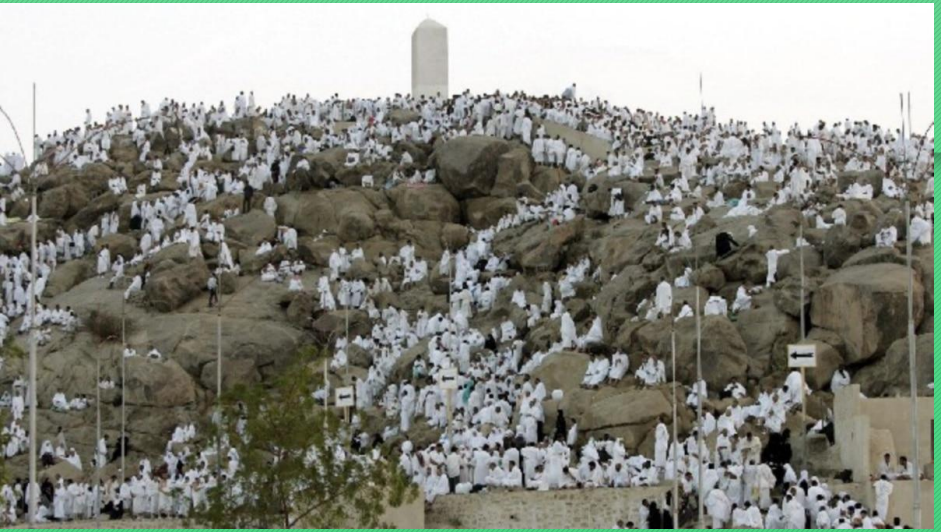

আদম ও হাওয়া আঃ এখানে দেখা হয়;
৩৬০ বছর পর আরাফাতের ময়দানে

আদম ও হাওয়া আঃ এখানে রাত্রি যাপন করেন

এখান থেকে কয়েকটা শিক্ষা তার মধ্যে
১। গুনাহের কারনে সংসারে অশান্তি বা বিচ্ছেদ আবার তওবার কারনে একত্রিত হওয়া।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

পারিবারিক জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব ও প্রতিকার।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

ফেসবুক বনাম দুটি নাইট ক্লাব

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

ফেসবুক পাসওয়ার্ড

ফেসবুক পাসওয়ার্ড দুইজনে শেয়ার করে ব্যবহার করা চাই।
এবং মেন্টালিটি এমন হওয়া চাই

আমার কোন মেসেজ আসলে রিপ্লাই দিয়ে দিও টাইপের।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

ম্যাসেন্জার/ হোয়াটসএপ/ ভাইবার/ টেলিগ্রাম/ ইমো/ উইচ্যাট ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এক ই।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

উত্তম হলো ফেসবুক বন্ধ করে দেওয়া

একজন অনেক বড় বুজুর্গ ফেসবুকে আসক্ত, তার বুজুর্গির গ্যারান্টি নেই

একজন ব্যাসিক আমল করে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেনা; তার ব্যাপারে গ্যারান্টি দেওয়া যায়

প্রযুক্তির ১০০ ফোটা ভিটামিন; ১ ফোটা বিষের মাধ্যমে সব ধ্বংস হয়ে যায়
অনেক বেশি ভাইরাল ব্যাক্তি যদি ফেসবুকে এক্টিভ হয় উনার ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করা যায়..

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

মোবাইল ব্যবহারে ট্রান্সপারেন্সি

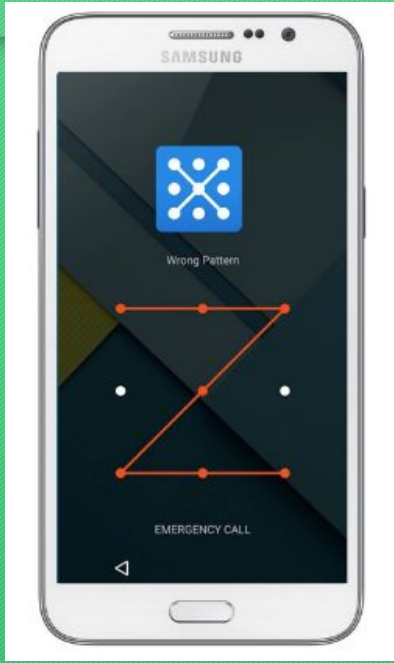

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

Facebook History

ফেসবুক হিস্টোরি যদি বেশি খারাপ হয় তবে বিয়ের আগেই পুরাতন ফেসবুক ডিলেট করে দিয়ে নতুন একটা ওপেন করুন। ৫০০০ ফ্রেন্ড থেকে যদি আপনার ওয়াইফ কে বেশি কাছের মনে না করেন তবে সেই ফ্যামিলিতে সুখ আসতে পারে না। তবে কখনই দুটো ফেসবুক একটা গোপনে এবং একটা ওপেনে ব্যবহার করবেন না। এইটা আরও ভয়ানক।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

Facebook Transparency

আপনার ফেসবুক জীবনে অনেক ঘটনা থাকতেই পারে। বিষয়গুলো জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্টলি শেয়ার করুন। কিন্তু কারও অতীত নিয়ে কেউই ঘাটাঘাটি করবেন না। একটা ডায়লগ থাকা চাই-

"তুমি না থাকাতেই আমার এই অতীত, তুমি আরও আগে আসলে এই অতীত হত না"।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

ওপেন ফ্রেন্ডশিপ

ওপেন ফ্রেন্ডশিপ থেকে সরে আসুন। বিয়ের আগে ছেলে মেয়ে বিভিন্ন ধরনের ফ্রেন্ড থাকলেও বিয়ের পর যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলুন। শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজন ছাড়া হাজবেন্ডের জন্য মেয়ে ফ্রেন্ড এবং ওয়াইফের জন্য ছেলে ফ্রেন্ড থেকে যথা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করুন। কারন কোন হাজবেন্ডই চায়না তার ওয়াইফ তার ছেলে ফ্রেন্ডদের সাথে অবাধে মেলামেশা করুক। ঠিক বিপরীতটাও। ওয়াইফকে যদি বেশি কাছের মনে না করেন তবে সেই ফ্যামিলিতে সুখ আসতে পারে না।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

ইন্টারকোর্সে অনাগ্রহঃ

ইন্টারকোর্সে অনাগ্রহের বিষয়টা বিস্তারিত শেষ সেশনে থাকছে ইনশাআল্লাহ।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সন্দেহ

পরিবার বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় কারন। ফ্যামিলিতে একবার সন্দেহ ভর করলে সেই ফ্যামিলি টিকা কঠিন। যে বিষয়গুলো নিয়ে সন্দেহ তৈরী হতে পারে সে বিষয়গুলোতে আগে থেকেই পরিষ্কার করা চাই ।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বন্ধু না শত্রুঃ

আপনার পারিবারিক সমস্যা নিয়ে যে বন্ধু যে আত্মীয় উস্কিয়ে দেয়। যেমন: “তোর মতো এরকম হাজবেন্ড নিয়ে আমি কোনোদিন ঘর করতাম না..”

এই ধরণের উষ্কানী যারা দেয় তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। বরং এরকম দ্বীনদার ব্যাক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন যারা আপনার শত অভিযোগ শুনেও ফ্যামিলি টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রান চেষ্টা করে যায়।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

অন্যের ওয়াইফ/হাজবেন্ডকে ভালো লাগা

ভালো লাগা চেহারার সৌন্দর্যতা আপেক্ষিক এবং হরমোনাল। একটা অনেক সুন্দরী মেয়েকে একজন ছেলের কাছে আকর্ষনীয় মনে হলেও অন্য একটা মেয়ের কাছে আকর্ষনীয় মনে হয় না। বিয়ের আগে অসম্ভব সুন্দর লাগলেও এখন আকর্ষন কমে গেছে। সবগুলোর সমাধান হলো:

পারষ্পরিক ভালোবাসা এবং নজরের হেফাজত ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এজন্য দুইজনকেই নজরের হেফাজত করতে হবে। হাজবেন্ড বা ওয়াইফ যথাসম্ভব আলাদা রাত না কাটানো। ঘুমাতে যাওয়ার সময় আলাদা আলাদা সময়ে না ঘুমানো। বরং যতই কাজ থাকুক দুইজনের ব্যস্ততা কিছুটা আগ পিছ করে একসাথে ঘুমাতে যাওয়া।

স্বর্ণকারের সুন্দরী স্ত্রী ১০ বছরের বিশ্বস্ত খাদেম বাজার দেওয়ার সময় হাত চেপে ধরে ও কুদৃষ্টিতে তাকায়। স্বামীও কাদছে। কাজের ছেলে কোন অন্যায় করেনি। করেছি আমি। হাতের চুড়ি....

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

যত দ্রুত সম্ভব বাচ্চা নিয়ে নেওয়া

যত দ্রুত সম্ভব বাচ্চা নিয়ে নেওয়া। ক্যরিয়ার বাচ্চা নিয়েও গড়া যায়। কারন হাজবেন্ড ওয়াইফের মূল বন্ধন তৈরী হয় বাচ্চার মাধ্যমে। প্রথম বাচ্চা হওয়ার আগে যথাসম্ভব পিল খাওয়া থেকে বিরত থাকা। দিন দিন বন্ধ্যাত্বের সংখ্যা বাড়ছে। গড়ে ১০-১৫ ভাগ পর্যন্ত ..

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বাচ্চা ছাড়া আলাদা ২টি সার্কেল

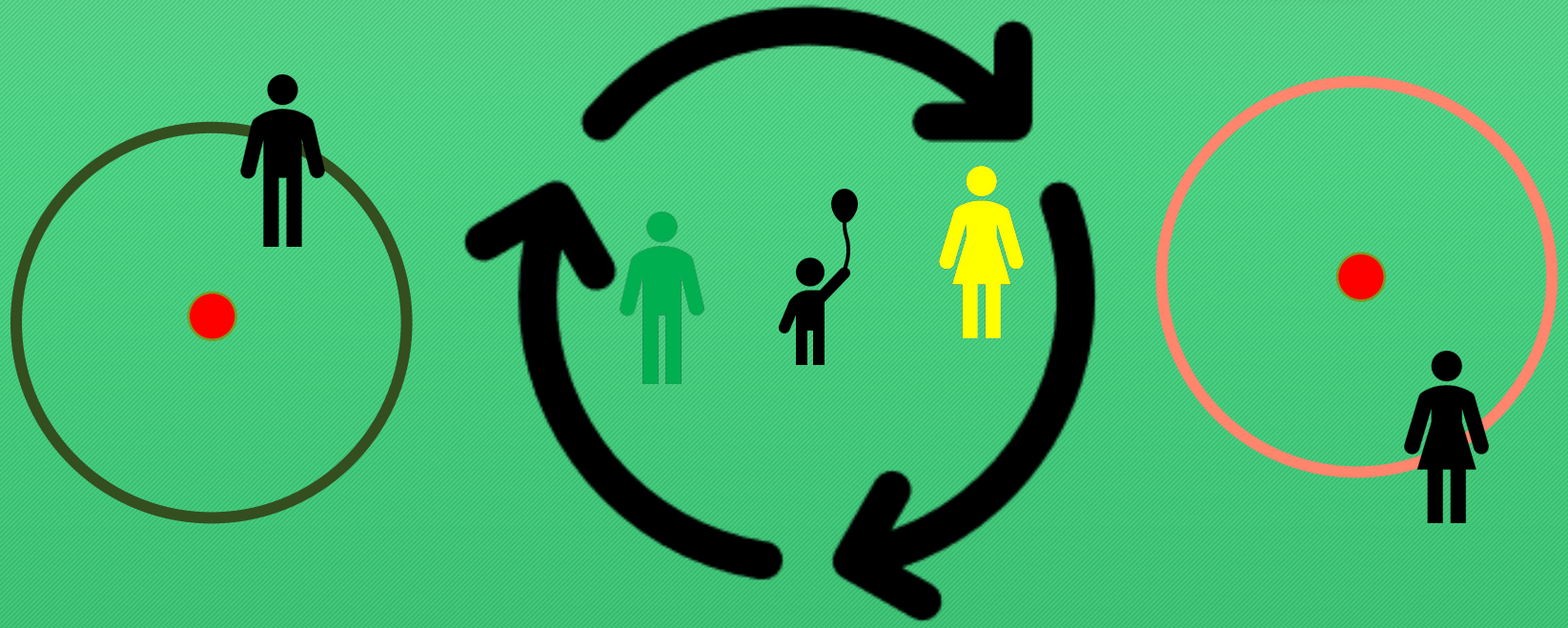

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন

মিউচুয়াল রাগারাগি
একজনে রাগ হলে
আর একজন চুপ থাকা

হুজুর রাগের
মাথায় তালাক...

পুরুষকে আল্লাহ তালাক দেওয়ার
ক্ষমতা কেন দিয়েছেন?
যেহেতু পুরুষ মানুষ রাগের মাথায়ও বেহুশ হয় না।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

দ্রুত বিয়ে হওয়ার আমল

- সালাতুল হাজত পড়ে ও তাহাজ্জুদে আল্লাহর কাছে দোয়া করা
- সূরা ফুরকান এর ৭৪ নং:
- رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সেশন-০৩: পরিবারে শান্তির উপায়ঃ

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

পরিবারে শান্তির এক ডজন টিপস

১. সালাম (সুন্নত)

২. শরীয়ত বিরোধী জিনিস (পুতুল, মুর্তি)

৩. ঘরে মাঝে মাঝে নামাজ, ঘরে জামাত , তাহজ্জুত সালাত (সুন্নত)

৪. ঘরে তালিম করা (সুন্নত)

৫. এলাকার তালিমের পয়েন্টে যাওয়া

৬. একসাথে খাবার (সুন্নত)

৭. কোরআন তেলাওয়াত (সুন্নত), হেফাজতের আমল

৮. বেড়াতে যাওয়া (সুন্নত)

৯. পরামর্শ (সুন্নত)

১০. ফ্যামিলি লাইব্রেরী

১১. পারষ্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ইগো, দোষ খোজা

১২. দোয়া (সুন্নত)

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

১. সালাম (সুন্নত):

- সালাম দেওয়া জান্নাতী সুন্নত। যেটা প্রথম আদম আ: সেখানো হয়েছিল।
- সবাই সবাইকে সালাম দেওয়া

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

২. শরীয়ত বিরোধী জিনিস (পুতুল, মুর্তি)

- যেখানে রহমতের ফেরেশতা থাকেনা সেখানে শান্তি আসতে পারে না।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

৩. ঘরে মাঝে মাঝে নামাজ

- ঘরে জামাত ,তাহজ্জুত সালাত (সুন্নত)

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

৪. ঘরে তালিম করা (সুন্নত)

- রিয়াজুস সালেহীন

৫. এলাকার তালিমের পয়েন্টে যাওয়া

- ফাযায়েল আমল

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

৬. একসাথে খাবার (সুন্নত)

- একসাথে খাওয়া।

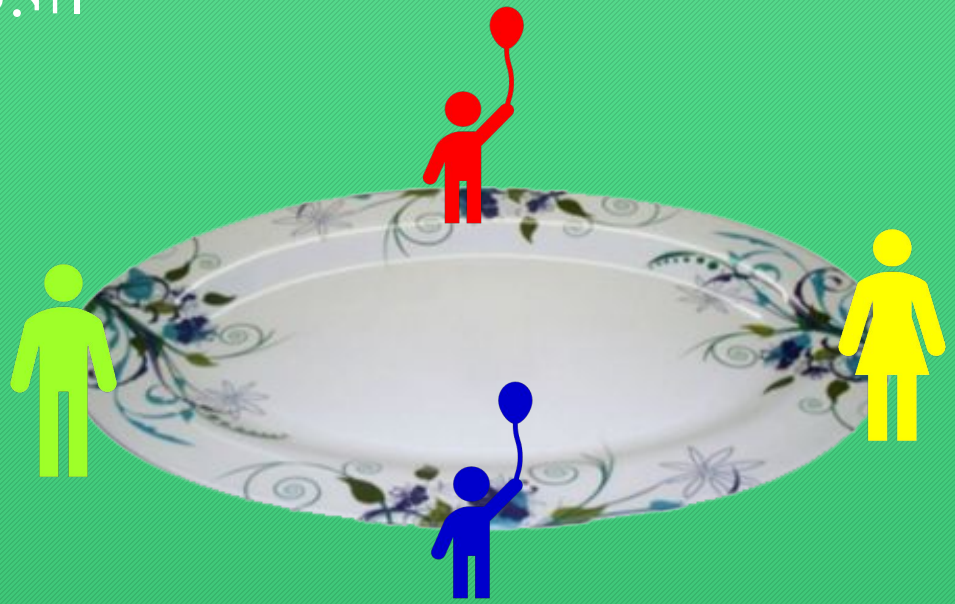

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

৭. কোরআন তেলাওয়াত (সুন্নত), হেফাজতের আমলঃ

- রাসূল সঃ আয়েশা রা: এর কোলে বসে কোরআন তেলওয়াত করতেন।
- একটা করে সূরা শেখা। প্রতি মাসে একটা করে সূরা শেখা।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

৮. বেড়াতে যাওয়া (সুন্নত)

- রাসূল সঃ সফরে কোন না কোনো বিবিকে নিয়ে যেতেন
- মুসলিম ট্যুরিজম দরকার

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

৯. পরামর্শ (সুন্নত)

- বাসায় সব বিষয়ে ওয়াইফের সাথে পরামর্শ করে চলা। তবে ঘরের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব ওয়াইফকেই প্রাধান্য দেওয়া। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দাবীকে শ্রদ্ধা দেওয়া।
- হুদাইবার সন্ধির সময়, উমরা না করে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সবাইকে পশু জবাই ও মাথা মুন্ডন করতে বললেও সবার মধ্যেই একটু ভিন্নতা লক্ষ করা গেল। রাসূল
- তাবুতে গেলেন, উম্মে সালামা বলেন, আপনার পশু আগে জবাই করে দেন এবং মাথা আগে মুন্ডন করে দেন। সাথে ১৪০০ সাহাবি সবাই এই আমল করলো।
- যদি সম্ভব হয়, হাত খরচের জন্য একটা ফিক্সড এমাউন্ট অল্প হোক বেশি হোক ওয়াইফকে প্রতি মাসে দেওয়া।

সুখী দম্পতির র
বড় বড় বিষ
ছোট ছোট বি

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

১০. ফ্যামিলি লাইব্রেরী

- ফ্যামিলি লাইব্রেরী
- বই মেলায় যাওয়া
- ফেসবুক নয় আসল বুক পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

১১. পারষ্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ইগো, দোষ খোজা

- কম্প্রোমাইজ এন্ড স্যাক্রিফাইস
- বউমা শাশুড়ির দোষ খোঁজে, শ্বাশুড়ি বঊমার দোষ খোঁজে

নিজের দোষ

অপরের গুন

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

১২. দোয়া (সুন্নত)

পরষ্পরের জন্য দোয়া করা

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاما

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

হারাম কাজে নেশা কমানো

- টিভি দেখা পরিত্যাগ করা
- মুভি, সিনেমা দেখা বাদ দেওয়া
- হেফাজতের আমল নিয়মিত করা

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

ওয়াইফের চাকুরী

একান্ত প্রয়োজন না হলে মা-বোনদের ক্যারিয়ার থেকে ঘরকেই প্রাধান্য দেওয়া।

- আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়াত যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।’ (সূরা আহযাব ৩৩)

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

গরীবের চাকুরীর দুষ্টচক্র

প্রথমে শুধু হাজবেন্ডের চাকুরী

স্বাবলম্বী একটু স্বচ্ছল হওয়ার জন্য দুইজনেই চাকুরী

প্রতিদিন ওয়াইফের ওভারটাইমের ফলে অনেক রাতে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফেরা, হাজবেন্ডেরও ক্লান্তি, ইন্টারকোর্সে অনাগ্রহ। অশান্তি ইত্যাদি ইত্যাদি

একসময় হাজবেন্ডের মনে হয় ওয়াইফের টাকা দিয়েই সংসার চলতেছে আমার কিছু না করলেও হয়। ফলে সংসারে হাজবেন্ডের অনগ্রহ

ওয়াইফের কাছে মনে হয় আমার টাকা দিয়ে সংসার চলে ঘরের কাজও আমি করি তাহলে আর এরকম হাজবেন্ড দিয়ে আমার কি লাভ

পরিবারের হাজবেন্ডের প্রয়োজনীয়তা কমে যাওয়ায় হাজবেন্ড নতুন করে সংসার করার জন্য দ্বিতীয় বিয়ের দিকে..

অন্যদিকে এই পর্যায়ে এসে ওয়াইফকে হাজবেন্ডের সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় সেপারেশন

???

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

কম্বাইন্ড ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট

- যারা কম্বাইন্ড ফ্যামিলিতে থাকেন। অর্থাৎ বাবা মা হাজবেন্ড ওয়াইফ একসাথে। এক্ষেত্রে হাজবেন্ডের বড় ভূমিকা দরকার। দুইটা অধিকার, মা ও ওয়াইফ। দুইটাকেই সমান এবং স্ট্রিকলি দেখতে হবে।
- মায়ের জন্য ওয়াইফের অধিকার কিংবা ওয়াইফের জন্য মায়ের অধিকার নেগলেক্ট করা চলবে না।
- **সম্পর্ক ভালো করার কয়েকটা টিপস:**

১। সাংসারিক কাজ ভাগ করে দেওয়া
২। মা ও বৌ কে কিছু দেওয়ার সময় কিছু বিষয় গোপন রাখা
৩। মা ও বৌ এর কোনো বিচারে একশনে না গিয়ে বরং তাকেই স্বান্তনা দেওয়া। পরে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানো।
৪। কখনও ওয়াইফের সামনে বাবা-মায়ের অপমান হয় এরকম কোন আচরণ করা যাবে না। আবার ঠিক বাবা-মায়ের সামনে ওয়াইফ অপমানিত হয় এরকম কোন আচরণ করা যাবে না।
৫। যত বেশি সম্ভব নিজেকে ব্যাস্ত রাখা। এটা হতে পারে পারিবারিক কাজ, দ্বীনি তালিম, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি।

- সাংসারিক কাজ যদি করতে হয় তবে ভাগ করে দিন। ওয়াইফ যদি দুপুরে রান্না করে তবে মা করতে পারে রাতে। কিন্তু দুজনে মিলে রান্না না করাই বেটার। কারন তখন প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের মনে করে কাজগুলো করতে পারবে।
- আর একান্তই যদি মিল না হয় তবে কামড়া কামড়ি না করে যত দ্রত সম্ভব আলাদা হয়ে যান।
- আর একটা বিষয় মায়ের জন্য যত ইচ্ছা খরচ করেন কিন্তু বিষয়টা ওয়াইফ পুরো জানার দরকার নেই। আবার সেম ক্ষেত্রে ওয়াইফের জন্যও করেন। কিন্তু সবগুলো মায়ের জানার দরকার নেই।

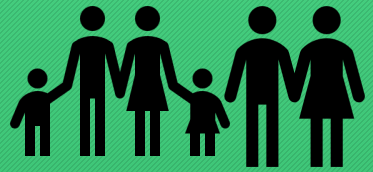

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

কম্বাইন্ড ফ্যামিলি উত্তম ফ্যামিলি নয়

ওলামায় কেরাম ও আকাবিরিনদের মতে যদি সামর্থ থাকে উত্তম হলো ফ্যামিলিকে পৃথক করে দেওয়া।

শোয়াইব আঃ এর মেয়ে জামাই ছিলেন মূসা আঃ। 4000 বছরে আগের ঘটনা

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সমস্যাঃ আমার ওয়াইফ এর সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না, আমার হাজবেন্ডের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না, আমার শাশুড়ির সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না।

প্রেসক্রিপশন-১: ৬ মাসের জন্য ৪টি আমল

১। উনার প্রতি ভাল ধারণা করতে হবে। উনাদের ভালো গুণগুলো মনের ভিতর নিয়ে আসতে হবে।
২। যাদের কাছে উনার সম্পর্কে খারাপ কথা বলছে তাদের সহ সবার কাছে উনার ব্যাপারে প্রশংসা করা শুরু করতে হবে।
৩। রাতের আঁধারে উনাদের জন্য চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে দোয়া করা শুরু করতে হবে।
৪। উনার জন্য মাঝে মাঝে সমর্থ্য অনুযায়ী হাদিয়া দিতে হবে

প্রেসক্রিপশন-২: ৬ মাসের জন্য

একজন বোনের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় ৬ বছর হয়েছে। ভেবেছিলো শাশুড়িকে মায়ের মত দেখবে। কিন্তু শাশুড়ি তার ভুল ধরে সব সময় তাকে বকাঝকা করে। স্বামীও তাদের উপর চরম রাগ। একদিন সে সিদ্ধান্ত নিলো তার শাশুড়িকে খুন করবে। পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে সব খুলে বললো।
ডাক্তার বললো যদি হটাৎ করে মারা যায় তবে সবাই সন্দেহ করবে। তোমার জেল খাটতে হবে। বরং আমি একটা ঔষধ দিচ্ছি। যেটা ৬ মাস খেলে আসতে আসতে মারা যাবে। তবে শর্ত হলো এর মধ্যে শাশুড়ির সাথে ভালো আচরন করতে হবে যাতে কেউ সন্দেহ না করে।
এইভাবে চলতে লাগলো স্লো পয়জনিং খাবারের সাতে মিশিয়ে খাওয়ানো এবং ভালো ব্যবাহার।
২/৩ মাস যেতে না যেতেই শাশুড়ি বন্ধু হয়ে গেলো ভুল বুঝতে লাগলো। এবার ডাক্তারের কাছে দৌড়ে গেলে শশুড়িকে মারতে চাই না। ডাক্তার বললো আসলে ঐটা বিষ ছিলো না ঐটা ভিটামিন ছিল।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

সমস্যাঃ আমার হাজবেন্ড/ওয়াইফ দ্বীনের উপর চলে না?

প্রেসক্রিপশন-৩: ৬ মাসের জন্য

১. উনার সামনে বুজুর্গিমূলক বয়ান সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। আপনি অনেক বড় বুজুর্গ, আপনার কথা হাজার হাজার মানুষ শুনে এবং হেদায়েত হয়। অনলাইনে আপনার একটা পোষ্টে মিলিয়ন মিলিয়ন লাইক, শেয়ার হয়। এই সমস্ত বুজুর্গি দ্বারা আপনার হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ হেদায়েত হবে না।
২. নিজের আমল বাড়িয়ে দিতে হবে। গুনাহ থেকে বাচতে হবে। ফেসবুক ডিএকটিভেট করে দিন। ফেসবুক এপ আনইনস্টল করে দেন।
৩. শুধু তালিমে বসানোর চেষ্টা করতে হবে।
৪. আগের চেয়ে ভালোবাসা বাড়িয়ে দিতে হবে।

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

বিয়ে একটা না একাধিক

কিছু বিষয় যায়েজ হলেও বাস্তবতা অনেক কঠিন

১. ইনসাফ কায়েম করা। সমান অধিকার নিশ্চিত করা যদি সম্ভব না হয় তবে একাধিক বিবাহ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই নষ্টের কারন হতে পারে। নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে হবে:
2. অবশ্যই তাদের সমস্ত দেনমোহর প্রদান করতে সক্ষম হতে হবে।
3. অবশ্যই তাদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে সক্ষম হতে হবে।

রাসূল সঃ এর প্রথম বিবি খাদিজা রাঃ জীবিত অবস্থায় দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নাই।

রাসূল সঃ এর অধিকাংশ বিবাহই ছিল উম্মতকে বিভিন্ন সিচুয়েশন ও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

আশরাফ আলী থানভী রহ: দুইটি তরমুজ

আদিব হুজুর: আবু তাহের মিসবাহ সাহেব:

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info

Question

© Engr. Khandaker Marsus | www.marsus.info